মামলুকাতুল্লাহ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ১৪

(১)সেই সময় বাদশা হেরোদ হযরত ইসা আ.র বিষয়ে শুনতে পেলেন। (২)তিনি তার কর্মচারীদের বললেন, "ইনিই সেই নবি হযরত ইয়াহিয়া আ.। তিনি মৃত থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন বলেই এসব মোজেজা দেখাচ্ছেন।"

(৩)হেরোদ হযরত ইয়াহিয়া আ.কে বন্দি করেছিলেন এবং তাকে বেঁধে জেলে রেখেছিলেন। তিনি তার ভাই ফিলিপের স্ত্রী হেরোদিয়ার জন্যই এটি করেছিলেন। (৪)কারণ হযরত ইয়াহিয়া আ. তাকে বলতেন, "তাকে বিয়ে করা আপনার জন্য শরিয়ত-সম্মত নয়।" (৫)হেরোদ তাকে হত্যা করতে চাইলেও লোকদের ভয় করতেন; কারণ লোকেরা তাকে নবি বলে মানতো।

(৬)হেরোদের জন্মদিনে হেরোদিয়ার মেয়ে মেহমানদের সামনে নাচলো এবং সে হেরোদকে সন্তুষ্ট করলো। (৭)সেজন্য হেরোদ কসম খেয়ে ওয়াদা করলেন যে, সে যা চাবে তিনি তাকে তা-ই দেবেন। (৮)মায়ের কাছ থেকে কুপরামর্শ পেয়ে সে বললো, "আমাকে থালায় করে হযরত ইয়াহিয়া আ.-র মাথাটা এখানে এনে দিন।" (৯)বাদশা তার কসমের কথা ভেবে দুঃখিত হলেন এবং মেহমানদের সামনে ওয়াদা করার কারণে তিনি তাকে তা দিতে হুকুম দিলেন। (১০)তিনি লোক পাঠিয়ে জেলখানার মধ্যেই হযরত ইয়াহিয়া আ.-র মাথা কাটালেন। (১১)মাথাটি থালায় করে এনে মেয়েটিকে দেয়া হলো এবং সে তা তার মায়ের কাছে নিয়ে গেলো। (১২)তার

সাহাবিরা এসে দেহমোবারকটি নিয়ে গিয়ে দাফন করলেন। অতঃপর তারা গিয়ে হযরত ইসা আ.কে জানালেন।

(১৩)এই খবর শুনে হযরত ইসা আ. সেই জায়গা ছেড়ে নৌকায় করে একাকী একটি নির্জন জায়গায় চলে গেলেন। লোকেরা তা জানতে পেরে বিভিন্ন গ্রাম থেকে পায়ে হেঁটে তাঁর অনুসরণ করতে লাগলো। (১৪)পাড়ে এসে নৌকা থেকে নেমে তিনি প্রচুর লোক দেখতে পেলেন। তাদের প্রতি তাঁর মমতা হলো এবং তিনি তাদের রোগীদের সুস্থ করলেন।

(১৫)দিনের শেষে হাওয়ারিরা এসে তাঁকে বললেন, "জায়গাটি নির্জন, বেলাও প্রায় ডুবে গেছে; এদের বিদায় দিন, যেনো এরা গ্রামগুলোতে গিয়ে নিজেদের জন্য খাবার কিনতে পারে।" (১৬)হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "ওদের যাবার দরকার নেই, তোমরাই ওদের কিছু খেতে দাও।" (১৭)তারা বললেন, "এখানে আমাদের কাছে পাঁচটি রুটি ও দুটো মাছ ছাড়া আর কিছুই নেই।"

(১৮)তিনি বললেন, "ওগুলো আমার কাছে আনো।" (১৯)অতঃপর তিনি লোকদের ঘাসের ওপর বসতে হুকুম দিলেন। তিনি সেই পাঁচটি রুটি আর দুটো মাছ নিয়ে আসমানের দিকে তাকিয়ে শুকরিয়া জানালেন, তারপর রুটি ভেঙে হাওয়ারিদের হাতে দিলেন আর হাওয়ারিরা তা লোকদের দিলেন।

(২০)সকলে খেলো এবং সন্তুষ্ট হলো। তারা পড়ে থাকা টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিলেন আর তাতে বারোটি ঝুড়ি পূর্ণ হলো। (২১)যারা খেয়েছিলো, মহিলা ও শিশু বাদে, তাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিলো প্রায় পাঁচ হাজার।

(২২)তখনই তিনি হাওয়ারিদের বললেন যেনো তারা নৌকায় করে তাঁর আগে ওপারে যান। এদিকে তিনি লোকদের বিদায় করতে লাগলেন। (২৩)লোকদের

বিদায় করে মোনাজাত করার জন্য তিনি একা পাহাড়ে উঠে গেলেন। যখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো, তখনো তিনি সেখানে একাই রইলেন।

(২৪)ততোক্ষণে নৌকাটি পাড় থেকে অনেকটা দূরে চলে গিয়েছিলো এবং ঢেউগুলো নৌকার ওপর বারবার আছড়ে পড়ছিলো; কারণ বাতাস তাদের উল্টো দিক থেকে আসছিলো। (২৫)প্রায় শেষ রাতের দিকে তিনি পানির ওপর দিয়ে হেঁটে তাদের কাছে এলেন। (২৬)হাওয়ারিরা তাঁকে পানির ওপর দিয়ে হাঁটতে দেখে ভয় পেয়ে বললেন, "এ তো ভূত!" এবং ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন। (২৭)তখনই হযরত ইসা আ. তাদের সাথে কথা বললেন। তিনি বললেন, "সাহস করো, এ তো আমি; ভয় করো না।"

(২৮)পিতর তাঁকে বললেন, "হুজুর, যদি আপনিই হন, তাহলে আমাকে হুকুম দিন, যেনো আমি পানির ওপর দিয়ে হেঁটে আপনার কাছে আসতে পারি।" (২৯)তিনি বললেন, "এসো।" অতঃপর পিতর নৌকা থেকে নেমে পানির ওপর দিয়ে হেঁটে হযরত ইসা আ.-র দিকে চললেন। (৩০)কিন্তু বাতাস দেখে তিনি ভয় পেলেন এবং ডুবে যেতে যেতে চিৎকার করে বললেন, "হুজুর, আমাকে বাঁচান!" (৩১)হযরত ইসা আ. তখনই হাত বাড়িয়ে তাকে ধরলেন এবং বললেন, "এতো অল্প তোমার ইমান! কেনো সন্দেহ করলে?" (৩২)অতঃপর তারা নৌকায় উঠলে বাতাস থেমে গেলো। (৩৩)যারা নৌকায় ছিলেন, তারা নতজানু হয়ে তাঁকে বললেন, "সত্যিই আপনি আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজন।"

(৩৪)অতঃপর তারা লেক পার হয়ে গিনেসরতে এলেন।

(৩৫)সেখানকার লোকেরা তাঁকে চিনতে পেরে এলাকার সব জায়গায় খবর পাঠালো ও সমস্ত রোগীদের তাঁর কাছে আনলো। (৩৬)এবং তাঁর কাছে কাকুতি-

মিনতি করতে লাগলো, যেনো তারা তাঁর চাদরের ঝালরটি হলেও ছুঁতে পারে। আর যারা তা ছুঁলো তারা সকলেই সুস্থ হলো।